আমাদের সময়

তারিখ 03 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

■ প্রাথমিকেই ঝরছে ২১ শতাংশ শিক্ষার্থী

প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ নিন

একটি জাতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ শিশু। আজকের শিশু আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। তাদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষার বিকল্প নেই। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, পাঁচ বছরমেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ২১ শতাংশ শিশু ঝরে পড়ছে।

আমাদের সময়ে প্রকাশিত সংবাদসূত্রে জানা গেছে– প্রাথমিক, এবতেদায়ি, দাখিল ও দাখিল ভোকেশনাল, মাধ্যমিক, এসএসসি ভোকেশনাল স্তরে গত ৭ বছরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ১ কোটি ৬৭ লাখ ৫৪ হাজার ১৯৯ জন। এরপরও উদ্বেগের বিষয় এই যে, সরকারি তথ্য মতেই এখনো প্রাথমিকে ঝরে যায় ২১ শতাংশ শিক্ষার্থী। এ তথ্যই প্রমাণ করে, প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। কেননা শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। তাই দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষার বিকল্প নেই। বিপুল জনসংখ্যার এ দেশে শিক্ষার হার না বাড়লে বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা অমূলক নয়। শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার অর্থই হলো বেকার সমস্যা তৈরির সঙ্গে সমাজে বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা ও অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া, যা একটি জাতির জন্য সুখকর নয়। কারণ আগামীদিনে শিশুরাই অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে এ দেশকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এ খাতে বাংলাদেশের অর্জন উল্লেখ করার মতো। এ ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে, অত্যধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের একেকটি শিশুকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে দেশের সমৃদ্ধি অর্জন করতে হলে এ খাতের বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাথমিকে ঝরে পড়া রোধসহ শতভাগ শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তবেই ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, মাদকাসক্তি তথা সব সামাজিক অবক্ষয় থেকে জাতিকে রক্ষা করা অনেকটা সহজ হবে।

> শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করতে প্রয়োজন কার্যকর সময় উপযোগী উদ্যোগ। একটি শিক্ষিত জাতিই পারে শান্তি ও সমৃদ্ধির দেশ গড়তে। এ জন্য সরকারকেই কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে

শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করতে প্রয়োজন কার্যকর সময় উপযোগী উদ্যোগ। একটি শিক্ষিত জাতিই পারে শান্তি ও সমৃদ্ধির দেশ গড়তে। এ জন্য সরকারকেই কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।